হক ও বাতিল

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
ইউসুফ আব্দুল্লাহ
অনূদিত

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই নিবেদিত, যিনি আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তিনি যদি আমাদের সঠিক পথের দিশা না দিতেন, তাহলে আমরা কোনোদিনই সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারতাম না। প্রশংসা নিবেদন করছি ওই রবের, যার রাসূলগণ আমাদের কাছে হকের বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি হিদায়াত ও হক দ্বীনসহ আগমন করেছিলেন; যাতে সকল দ্বীনের ওপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন। সালাত ও সালাম আরও বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের প্রতি, যারা ছিলেন হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ওই সকল ব্যক্তির প্রতি, যারা হকের অনুসরণ করছেন, এর দিকে মানবতাকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং কিয়ামত অবধি যারা এই কাজ করে যাবেন।

আমাদের এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—'হক' বা সত্য। আমাদের আলোচনার প্রধান উৎস হচ্ছে আল কুরআনুল কারিম আর আলোচনা পদ্ধতি হচ্ছে 'পারস্পরিক কথোপকথন' বা আলাপচারিতা। এই গ্রন্থটি মূলত 'হক'-বিষয়ক একটি কুরআনি অধ্যয়ন। 'হক' বলতে কুরআনুল কারিমে কী বোঝানো হয়েছে এবং কীভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানব ফিতরাতের মাঝেই হকের প্রতি ভালোবাসা ও তা তালাশের এক সুতীব্র বাসনা গেঁথে দিয়েছেন, এই গ্রন্থে আমরা তা নিয়েই আলোচনা করার প্রয়াস পাব। হক জানা এবং হকের পথে পরিচালিত হতে একটিমাত্র নিরাপদ মহাসড়কই আমাদের সামনে বিদ্যমান। আর এই মহাসড়কের নাম হচ্ছে—ইলাহি ওহি। হক লাভের এই একমাত্র মহাসড়ক 'ইলাহি ওহি' নিয়েও আমরা এই গ্রন্থে আলোকপাত করব। ইলাহি ওহি ও মানব আকলের মাঝে সম্পর্কের রূপরেখা কী এবং ওহি কোন কোন বিষয়ে মানব আকলকে চিন্তা-ফিকির করার অবকাশ দিয়েছে, তা নিয়েও আমরা আলোচনা করব।

দুনিয়ায় মানবজাতির হকের পরিচয় লাভ এবং হকের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য একমাত্র যেই ঐশী পথনির্দেশনা আছে, তা হচ্ছে আল কুরআনুল কারিম। আল্লাহ তায়ালা এই কুরআনকে দান করেছেন স্পষ্টতা, প্রভাব বিস্তার করার শক্তি, ব্যাপকতা ও চিরস্থায়িত্বের গুণ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সকল বিষয়ের নির্দেশনাসংবলিত গ্রন্থ করেই নাজিল করেছেন। এই মহান পথনির্দেশক কিতাব আল কুরআনুল কারিম নিয়েও আমরা আমাদের এই গ্রন্থে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। আরও আলোচনা করব, কীভাবে মুসলমানরা পথভ্রষ্ট ও লাঞ্ছিত হল; যখন তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এরপর আমাদের আলোচনায় আসছে—'হক' বা সত্যের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান, অজ্ঞতা ও গাফিলতি কিংবা অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে হকের প্রতি মানুষের অনীহা, হক থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও হকপন্থিদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করার প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচনায় আরও আসছে, কিছু কিছু মানুষ হক তালাশ করার পরেও কেন হক পথের দিশা পায় না?

এরপর মানুষ যখন হকের পরিচয় লাভ করার পর হক পথে চলতে শুরু করে, তখন তার ওপর কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয় এবং সে যদি হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে হকের ওপর অবিচল থাকতে পারে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য কী কী প্রতিদান অপেক্ষা করছে, তা নিয়েও আমরা এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। সর্বশেষ আমরা কথা বলব, বর্তমান দুনিয়া পরিচালনাকারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যবোধ নিয়ে। কথা বলব এই সভ্যতার মাঝে কী কী হক ও বাতিল আছে, তা নিয়ে।

আমরা আমাদের এই ছোট্ট গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। আমাদের আলোচনায় আমরা সকল প্রকার দুর্বোধ্যতা, দার্শনিক মারপ্যাঁচ ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব। এই গ্রন্থে আমাদের আলোচনার তরিকা হচ্ছে, নিবেদিতপ্রাণ উসতাজের সাথে শিক্ষানবিশ এক ছাত্রের কথোপকথন বা আলাপচারিতা। আমাদের পূর্ববর্তী মহৎপ্রাণ আলিমরাও এই 'কথোপকথন' তরিকা অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর কথা বলতে পারি। সুন্নি ও কাদরিয়া এবং কাদরিয়া ও জাবরিয়ার মাঝে যে বিষয়গুলো নিয়ে বিবাদ বা বিরোধ আছে, তা উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি এই 'কথোপকথন' তরিকা অনুসরণ করেছেন।

আধুনিক কালেও আমরা দেখতে পাই, শাইখ রশিদ রিদা তাঁর *মুহাওয়ারাতুল মুসলিহি ওয়াল মুকাল্লিদ* কিতাবে এই তরিকা অনুসরণ করেছেন। এ ছাড়াও *মুহাওয়ারাতু শাইখ মারজুক* ও শাইখ হুসাইন জিসরের *আল জাওয়াবুল ইলাহি আনিল ইলমি ওয়াল ফালসাফাহ* কিতাবেও এই কথোপকথন তরিকা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে, তাঁর ছেলে শাইখ নাদিম জিসরও তাঁর মশহুর কিতাব *কিসসাতুল ঈমান বাইনাদ দ্বীনি ওয়াল ইলমি ওয়াল ফালসাফাহ* এই তরিকা অনুসরণ করেই রচনা করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিম নিজেও উলুহিয়্যাত, রিসালাত, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের মতো ইসলামি আকিদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রমাণ করতে পারস্পরিক কথোপকথনের তরিকা অবলম্বন করেছে। আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন নবি-রাসূলের সাথে তাঁদের জাতির ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ করলে বিষয়টি আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

কুরআনি অধ্যয়ন শীর্ষক এ ছোট্ট গ্রন্থটির মাধ্যমে আমি শিক্ষিত যুবসমাজের সামনে হকের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি; যাতে 'হক' তাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা হকের ওপর ঈমান আনে, এর সাহায্যকারী ও অনুসারী একনিষ্ঠ সৈনিকে পরিণত হয়ে যায়।

আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি মুসলমানদের হৃদয়ে এই গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। আফ্রিকা থেকে বহু মুসলমান ভাই এই গ্রন্থটি চেয়ে আমার কাছে

চিঠি লিখেছেন। আমাদের তুর্কি ভাইয়েরা ইতোমধ্যে তুর্কি ভাষায় এই গ্রন্থটির অনুবাদও করে ফেলেছেন। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন আমাদের এই গ্রন্থটি একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবুল করেন এবং এর লেখক, পাঠক ও প্রকাশককে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

ও আল্লাহ, আপনি আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে দেখান এবং এর অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আপনি আমাদের বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং এর থেকে দূরে থাকার তাওফিক দান করেন, আমিন!

ড. ইউসুফ আল কারজাভি

হক ও বাতিল

ছাত্র ও উসতাজ মুখোমুখি বসে আছেন। ছাত্রের চোখে-মুখে প্রশ্নাতুর অবয়ব। দেখলেই মনে হবে, তার চোখের তারায় খেলা করছে সহস্রাধিক প্রশ্নের মিছিল। কণ্ঠে কিছুটা উৎকণ্ঠা। এটা অবশ্য বয়সের কারণেও হতে পারে।

অন্যদিকে উসতাজ শান্ত নদীর মতো বসে আছেন। তার চোখ সীমাহীন তৃপ্তির প্রতিচ্ছবি। প্রশান্ত হৃদয় প্রভাব বিস্তার করছে সমগ্র চেহারায়। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। কোনো তাড়না নেই তার।

—তরুণ ছাত্রটি উসতাজকে বলল : উসতাজ, আপনি তো প্রায়ই আমাদের সামনে হক সম্পর্কে আলোচনা করেন। হকের জন্য বেঁচে থাকাকে আপনিই আমাদের কাছে প্রিয় করে তুলেছেন। আবার হকের জন্য জীবনবাজি রাখতে, জীবন বিলিয়ে দিতে আপনিই আমাদের শিখিয়েছেন; কিন্তু উসতাজ, আপনি আমাদের শিখিয়েছেন—কোনো বিষয়ে কাজ করা বা কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই যেন আমরা সেই বিষয়টির সংজ্ঞায়ন ঠিক করে নিই; বুঝে নিই তা কী নির্দেশ করছে, কী বোঝাতে চাচ্ছে। যাতে আমাদের কাছে আমাদের গন্তব্য পরিষ্কার থাকে এবং আমাদের রাস্তা নিয়েও যেন আমাদের মাঝে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

তাই উসতাজ, এখন প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা যে 'হক' নিয়ে কথা বলছি, আলোড়িত হচ্ছি; এই শব্দটির অর্থ কী, এটা কী নির্দেশ করছে?

ছাত্রের কথায় উসতাজ কিছুটা অবাকই হলেন।

—উসতাজ বললেন : তুমি ভালো প্রশ্নই করেছ। হক শব্দটির হরফ (বর্ণ) সংখ্যা কম হলেও এর অর্থ অনেক ব্যাপক ও বিশাল। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন অর্থে।

- ফিলোসফাররা হক শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনটি সুউচ্চ মৌলিক মূল্যবোধের একটি বোঝাতে। এই তিনটি সুউচ্চ মৌলিক মূল্যবোধ হচ্ছে— সত্য (হক), কল্যাণ (খাইর) ও সৌন্দর্য (জামাল)।
- নীতিশাস্ত্রবিদরা হক শব্দটি ব্যবহার করেছেন একজন মানুষের অন্য একজন মানুষের ওপর কী কী অধিকার (Rights) আছে, তা বোঝাতে। তারা হক শব্দটিকে ব্যবহার করেন দায়িত্ব ও কর্তব্যের (Responsibilities) বিপরীত শব্দ হিসেবে। তাই তারা বলে থাকেন—'প্রতিটি অধিকারের বিপরীতেই আছে একটি দায়িত্ব।'
- আবার আইনবিদরা হক শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন ভিন্ন অর্থে। তাদের মতে, হক শব্দটি Rights in Rem, I Rights in Personam উভয়ই শামিল করে। এমনকি আইনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার অধ্যয়নকেও (আরবিতে) دراسة الحقوق বা Studying Law বলা হয়।

● আর আল কুরআনুল কারিম 'হক' শব্দটিকে ব্যবহার করেছে 'বাতিল ও ভ্রষ্টতা' বিপরীত শব্দ হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ...

'হক ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে?'[১]

—ছাত্রটি বলল : আমার মনে হচ্ছে, হক শব্দের সর্বশেষ অর্থটিই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এর সাথেই সবাই নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায়। এর বিশেষণেই সবাই নিজেকে বিশেষিত করতে চায়; এমনকি সে যদি হকপন্থি কিংবা হকের ধারক-বাহক নাও হয়। আবার এর বিপরীত বিষয়টি অর্থাৎ বাতিলের সাথে কেউ নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায় না। এর বিশেষণে কেউ নিজেকে বিশেষিত করতে চায় না; এমনকি বাস্তবে সে যদি বাতিলপন্থিও হয়, বাতিলের সাহায্যকারীও হয়।

—উসতাজ বললেন : এটাই তো বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কেননা, সকল বাতিলপন্থিই ধারণা করে, দাবি করে, তারা হকের ওপরে আছে। কেউ দাবি করে মূর্খতা ও গাফিলতির কারণে, আবার কেউ দাবি করে তাদের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমির কারণে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ ۙ قَالُوْٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ-

'আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।'[২]

কিন্তু বাবা, আমি তোমার হাতে এমন একটি আলোকমশাল তুলে দিতে চাই, এমন একটি বাতি ধরিয়ে দিতে চাই, যা তোমার কাছে হকের অর্থ স্পষ্ট করে তুলে ধরবে।

শোনো বাবা, হক হচ্ছে স্থায়ী, অনড়, সুপ্রতিষ্ঠিত আর বাতিল হচ্ছে অস্থায়ী, ধ্বংসশীল ও পরিবর্তনশীল। প্রতিটি সুস্থ মানব ফিতরাত এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যেসব বিষয়ের বৈশিষ্ট্য স্থায়িত্ব ও টিকে থাকা, তা-ই হক; আর যেসব বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাওয়া, তা-ই বাতিল।

আমরা যদি বিশ্বজাহানের দিকে তাকাই, তাহলে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া এই বিশাল সৃষ্টিজগতে আর কোনো কিছুকেই স্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতার গুণে গুণান্বিত দেখতে পাব না। তাঁর অস্তিত্ব স্বয়ং নিজ থেকেই (لذاته); অন্য কেউ তাঁকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেনি। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে, যারা আছে, কারও অস্তিত্বই স্বয়ং নয়, কেউই নিজ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তাদের সবাইকেই অস্তিত্বে এনেছে অন্য কেউ। সবাই-ই একসময় ছিল না। তারপর শূন্য থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার তাদের সৃষ্টি করাও হয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য। সেই সময়ের পর তাদের অস্তিত্ব আবার বিলীন হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে হায়াত কিতাবের পাতা।

---

[১] সূরা ইউনুস : ৩২

[২] সূরা বাকারা : ১১

অতএব, যেই সুস্পষ্ট ও অকাট্য মহাসত্যের ব্যাপারে মানুষের ফিতরাত ও আকল সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাক্ষ্য দিচ্ছে বিশ্বজাহান নামক কিতাবের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি বরং প্রতিটি হরফ, তা হচ্ছে—একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হক। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে, তার সবই বাতিল। আল্লাহ তায়ালার হক কিতাব আল কুরআনুল কারিম—এ ঘোষণাই বয়ান করেছে অসংখ্য সূরায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ -

'অতএব তিনিই আল্লাহ, তোমাদের হক রব। হক ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? কাজেই তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'[৩]

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

'এটা এই জন্য যে, আল্লাহই হক এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[৪]

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ -

'এজন্যও যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই হক এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা তো বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান।'[৫]

এই ব্যাপারে নবিজি বলেছেন—'সবচেয়ে বড়ো সত্য কথা এক কবি বলেছেন।' কবি লাবিদ বলছেন—'আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে, তার সবই বাতিল।'

যে-ই এই মহাসত্য থেকে, এই হাকিকত থেকে গাফিল থাকবে, বিচ্যুত হবে, অচিরেই সে এই ব্যাপারে জানতে পারবে। সে এই হাকিকত জানতে পারবে আগামীকাল—কিয়ামতের দিন। সেদিন তার চোখের সামনে থেকে সকল পর্দা সরে যাবে। আর হক তার সামনে হাজির হবে সকল প্রকার নকল অবগুণ্ঠন ও ছদ্ম আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ -

'সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য হক পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই হক, স্পষ্ট প্রকাশক।'[৬]

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ -

[৩] সূরা ইউনুস : ৩২
[৪] সূরা হজ : ০৬
[৫] সূরা হজ : ৬২
[৬] সূরা নুর : ২৫

‘আর আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব এবং বলব, তোমাদের প্রমাণ হাজির করো। তখন তারা জানতে পারবে, ইলাহ হওয়ার হক একমাত্র আল্লাহরই আর তারা যা মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।’[৭]

এতক্ষণ আমরা যা কিছু বললাম, তার সবকিছুর সারনির্যাস হচ্ছে কুরআনের এই আয়াতটি—

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۭ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

‘আল্লাহর সত্তা ছাড়া বাকি সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান দেওয়ার অধিকার তাঁরই আর তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।’[৮]

—ছাত্রটি এবার উসতাজকে বলল : আপনি সত্যিই আমার হাতে এক আলোকমশাল ধরিয়ে দিয়েছেন, যা আমার পথকে আলোকিত করেছে। পরিষ্কার করে দিয়েছে আমার গন্তব্য। আমার হৃদয় গহিনের ফিতরাতও আমাকে এ কথাই বলছে, নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহই সুস্পষ্ট হক।

কিন্তু উসতাজ, আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

—উসতাজ বললেন : বলো, কী জানতে চাও। মনে রেখো, জ্ঞান হচ্ছে গুপ্ত ভান্ডার আর তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন।

—ছাত্রটি প্রশ্ন করল : উসতাজ, আমরা বিভিন্ন সময় কিছু কিছু কথাবার্তা, কাজকর্ম, চিন্তা-আদর্শ ও মতবাদকে হক আবার কিছু কিছু কথাবার্তা, কাজকর্ম, চিন্তা-আদর্শ ও মতবাদকে বাতিল হিসেবে অভিহিত করে থাকি। কীভাবে, কীসের ভিত্তিতে এগুলোকে হক বা বাতিল বলে আখ্যায়িত করি?

—উসতাজ জবাব দিলেন : শোনো বাবা, কোনো বিষয় ‘হক’ হিসেবে অভিহিত হয় তার সাথে ‘মুতলাক হক’ (Absolute Truth) অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সম্পর্ক কতটুকু কিংবা তিনি এই ব্যাপারে রাজিখুশি কি না, তার ভিত্তিতে। আবার কোনো বিষয় বাতিল হিসেবে অভিহিত হয় তার সাথে মুতলাক হক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দূরত্ব কতটুকু কিংবা এই ব্যাপারে আল্লাহ কতটুকু নাখোশ, তার ভিত্তিতে।

সুতরাং যা কিছুই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে, তা-ই হক। আর যা কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু থেকে এসেছে, তা-ই বাতিল।

অতএব, তুমি যখন জানতে পারলে আল্লাহ তায়ালাই হক, তাহলে তোমার জেনে রাখা উচিত—আল্লাহর কথা হক, তাঁর কাজকর্ম হক। তিনি এক সুউচ্চ সুমহান সত্তা; তিনি কোনো বাতিল কথা বলেন না এবং কোনো বাতিল কাজও করেন না।

এ কারণেই যারা বুদ্ধিমান, তারা আল্লাহর কাছে দুআ করে এভাবে—

---

[৭] সূরা কাসাস : ৭৫

[৮] সূরা কাসাস : ৮৮

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করে, আর বলে—ও আমাদের রব, আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র। অতএব, আপনি আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।'[৯]

তাই অনেকে মনে করে, এই বিশাল সৃষ্টিজগতের পেছনে কোনো হেকমত বা প্রজ্ঞা নেই, মানবজীবনের মহৎ কোনো উদ্দেশ্য নেই; বরং এগুলো এমনি এমনিই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। আল কুরআন তাদের এহেন ধারণা দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিয়েছে। কুরআন তাদের এহেন বাতুল ধারণায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কুরআন বলছে, আল্লাহ তায়ালা হাকিম, মহাপ্রজ্ঞাময়। আর প্রজ্ঞাময়ের সকল কাজই অনর্থকতা থেকে মুক্ত। তাঁর কোনো কাজেই বাতুলতা নেই। তিনি এসব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

'তোমরা কি মনে করেছিলে, আমরা তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? সুতরাং আল্লাহ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরাশের রব।'[১০]

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ- مَا خَلَقْنٰهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ-

'আর আমরা আসমান, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার কোনো কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি; আমি এই দুটিকে (আসমান ও জমিন) হকসহই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।'[১১]

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ-

'আর আমরা আসমান, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের, যারা কুফরি করেছে। কাজেই যারা কুফরি করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।'[১২]

---

[৯] সূরা আলে ইমরান : ১৯১

[১০] সূরা মুমিনুন : ১১৫-১১৬

[১১] সূরা দুখান : ৩৮-৩৯

অতএব, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদের জবানিতে আমাদের যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন, তার সবই হক। তিনি তাঁর নাজিল করা কিতাব ও প্রেরণ করা রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেই সকল বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন, তার সবকিছুই হক। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ؕ...

'আর হক ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের কালিমা পরিপূর্ণ।'[১৩]

অতএব, আল্লাহ তায়ালা গায়েবি জগৎ, জীবনের সমাপ্তি ও আখিরাতের হাকিকত সম্পর্কে আমাদের যা যা সংবাদ দিয়েছেন, তার সবকিছুই হক। এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করা, এগুলোর বিশুদ্ধতা মেনে নেওয়া এবং এসব যে অবশ্যই ঘটবে, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য।

এই মূলনীতির (অর্থাৎ যা কিছু মুতলাক হক আল্লাহর পক্ষ থেকে, তা-ই হক) ভিত্তিতেই আল্লাহর ওয়াদা হক, মৃত্যু হক, কিয়ামত হক, হিসাব-নিকাশ হক, জান্নাত হক এবং জাহান্নামও হক। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا-

'আর আমার রবের ওয়াদা হক।'[১৪]

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ...

'নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক।'[১৫]

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ-

'মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে; এ তো তা-ই, যা থেকে তুমি পালাতে চাচ্ছিলে।'[১৬]

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۫ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ-

'আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়, এটা (আজাব) কি হক? বলুন, হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! এটা অবশ্যই হক আর তোমরা কিছুতেই (আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না।'[১৭]

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيْزَانَ ؕ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ- يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ-

---

[১২] সূরা সাদ : ২৭

[১৩] সূরা আনআম : ১১৫

[১৪] সূরা কাহাফ : ৯৮

[১৫] সূরা লুকমান : ৩৩

[১৬] সূরা ক্বফ : ১৯

[১৭] সূরা ইউনুস : ৫৩